بسم الله الرحمن الرحيم

জুমুআর খুতবা (১৩ জুলাই ২০১২)

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)

বাংলা ডেস্ক নিজ দায়িত্বে খুতবার এই বঙ্গানুবাদ উপস্থাপন করছে।

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক টরোন্টর (কানাডা) বাইতুল ইসলাম মসজিদে প্রদত্ত ১৩ জুলাই ২০১২-এর (১৩ ওফা, ১৩৯১ হিজরী শামসি) জুমুআর খুতবা।

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِك يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاط الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ (آمين)

জলসা শেষে সাধারণত আমি জলসা সম্পর্কে কিছু কথা বলে থাকি অথবা আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ও তাঁর অপার অনুগ্রহ সম্বন্ধে বলে থাকি। আল্লাহ্‌র করুণায় এক সপ্তাহের ব্যবধানে গত দু'সপ্তাহে আমেরিকা ও কানাডার জলসা অনুষ্ঠিত ও সম্পন্ন হয়েছে। এ সব জলসায় অংশগ্রহণের ফলে যেখানে আমি স্থানীয় জামাতকে সরাসরি সম্বোধন করার সুযোগ পাই সেখানে জামাতের বন্ধুদের সাথে সাক্ষাতের ফলে অনেক কিছু জানতে পারি। তাদের সমস্যাদি বুঝতে পারি, জামাতের নৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারি যদ্বারা জামাতকে দিক-নির্দেশনা দেয়া সহজ হয় এবং তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালনা করতে পারি। অতএব এ দিক থেকে আমার আমেরিকা ও কানাডা সফর অত্যন্ত লাভজনক হয়েছে। আমি কামনা করি এবং দোয়া করি, জামাতের সব নর-নারীও যেন আমার এ সফর থেকে উপকৃত হয়। এছাড়া এ সফরে অ-আহমদী, অ-মুসলমান এবং রাষ্ট্রের বিভিন্ন উর্ধ্বতন ব্যক্তিবর্গের সাথে সাক্ষাত করে তাদের কাছে জামাতের পরিচিতি তুলে ধরার সুযোগ হয়েছে। এ দৃষ্টিকোন থেকে আল্লাহ্‌র কৃপায় উভয় স্থানে এ সুযোগ হয়েছে এবং দু'দেশেই ভাল কাজ হচ্ছে। জামাতের বাইরের বন্ধুদের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে উভয় দেশের জামাত তাদের যোগাযোগের পরিধি বৃদ্ধি করেছে। যাহোক যেভাবে আমি শুরুতেই উল্লেখ করেছি জলসার পর আমি সাধারণত কৃতজ্ঞতা প্রসঙ্গে বলে থাকি সে অনুযায়ী আমি আজ আপনাদের সামনে সর্ব প্রথম এ বিষয়ে আলোকপাত করতে চাই। আর তাই আমার এবং আপনাদের সবার আল্লাহ্‌র প্রতি পরম কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত, কেননা তিনি আমাদেরকে জলসা আয়োজনের ও তাতে অংশগ্রহণের সুযোগ দান করেছেন। এছাড়া আল্লাহ্ একে কল্যাণমন্ডিত করেছেন এবং সব ধরনের আশিস ও বরকতের সাথে সম্পন্ন হয়েছে। **الحمد لله**। কিন্তু যেভাবে আমি আমেরিকার জলসাতেও এবং কানাডার জলসাতেও বলেছি, জলসার আসল উদ্দেশ্য নিজেদের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন সাধন করা। জলসার এ কল্যাণ ও আশিস প্রকৃত অর্থে তখন লাভ হয় যখন আমাদের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন সাধিত হয়। এ পরিবর্তন যেন সাময়িক না হয় বরং লাগাতার চেষ্টা ও সাহসিকতার সাথে এসব পবিত্র পরিবর্তনকে যেন জীবনের অংশ বানিয়ে নেয়া হয়। এ বিষয়টি আমি বার বার পুনরাবৃত্তি করে থাকি। এ সব বিষয় আবার আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার অধ্যায়টি উন্মোচন করে। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের বিষয়টি যখন সুস্পষ্ট হয় তখন একজন মু'মিন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বর্ধিত কল্যাণের অংশীদার হতে থাকে। এভাবে মানুষ এক কল্যাণের পরে আরেক কল্যাণ লাভ করতে থাকে। সত্য প্রতিশ্রুতিদাতা আল্লাহ্

তা'লা তাঁর কৃতজ্ঞ বান্দাদের সাথে অঙ্গীকার করে ঘোষণা দিয়েছেন, لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ অর্থাৎ তোমরা যদি কৃতজ্ঞ হও তবে অবশ্যই আমি তোমাদের বাড়িয়ে দিব (সূরা ইব্রাহীম: ৮)।

অতএব আল্লাহ্ তা'লা নিজ কল্যাণ ও অনুগ্রহরাজিকে তাদের জন্য বৃদ্ধি করে দেন যারা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হয়। একজন আহমদী মুসলমানের জন্য এর চেয়ে বড় নিয়ামত ও অনুগ্রহ আর কী হতে পারে, আল্লাহ্ তা'লা তাকে সেই যুগ ইমামকে মানার সৌভাগ্য দান করেছেন যিনি সৎকর্ম করার ও পবিত্র পরিবর্তন সাধনের প্রতি দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। অতএব প্রত্যেক আহমদীর উচিত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের বিষয়টি অনুধাবন করা যেন সে আল্লাহ্ তা'লার আশিস প্রাপ্ত হয়। যারা আল্লাহ্ তা'লার প্রতি অকৃতজ্ঞ তাদের মত হবে না কেননা তারা আল্লাহ্ তা'লার অসন্তুষ্টি ভাজন হয়। এসব দেশে আসার পর আল্লাহ্ তা'লা আপনাদেরকে জাগতিকভাবেও অসীম কল্যাণে ভূষিত করেছেন এবং কেউ কেউ অনেক বেশি কল্যাণে ভূষিত হয়েছেন। অধিকাংশ মানুষের অবস্থা পূর্বের তুলনায় অনেক উন্নত হয়েছে। যেভাবে আমি আমার জলসার বক্তৃতায়ও বলেছিলাম, আল্লাহ্ তা'লা অনেকের জন্যই এখানে আসার উপকরণ সৃষ্টি করে দিয়েছেন যার ফলে আপনাদের জাগতিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে। এটিও আহমদীয়াতের কল্যাণ। নিশ্চয়ই তারা অকৃতজ্ঞ ও আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে মূল্যহীণ যারা এখানে এসেছে, আহমদীয়াতের কল্যাণে এখানে স্থায়ীভাবে বসবাসের সুযোগ পেয়েছে, এসাইলেম নিয়েছে, আর যখন স্বাচ্ছন্দ্য এসেছে তখন জামাতের বিরুদ্ধে আপত্তি করা শুরু করেছে, জামাত থেকে পৃথক হয়ে গেছে। যাহোক জামাতের কাছে এমন লোকদের কানা কড়িও মূল্য নেই। **'খাস কম জাহাঁ পাক'** অর্থাৎ **'আগাছা যত কমবে ততই ভূমি পরিষ্কার হবে'**- এ বাগধারাটি এমন লোকদের জন্য উপযুক্ত। এমন লোকদের পৃথক করে দিয়েও আল্লাহ্ তা'লা জামাতের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। কিন্তু প্রত্যেক আহমদীর স্মরণ রাখা উচিত, আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ তখনই পূর্ণতা পায় যখন তারা আসলেই তাঁর এ কথাটি সামনে রাখে, **'তাঁর সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টা কর, নিজেদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনুধাবন কর।'** কাজেই একজন আহমদী যখন এ বিষয়টি মাথায় রেখে তার মাঝে পবিত্র পরিবর্তন সাধন করে, নিজেকে সেই আদর্শের আদলে গড়ার চেষ্টা করে যা আমাদের সামনে আমাদের সম্মানিত নেতা হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) উপস্থাপন করেছেন। হাদীসে এসেছে, মহানবী (সা.) রাতে শয়নের পূর্বে সারা দিনের ঐশী কল্যাণের কথা স্মরণ করতেন, আল্লাহ্ তা'লার নিয়ামতসমূহের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতেন এবং বলতেন, **'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য যিনি আমার প্রতি করুণা প্রদর্শন করেছেন ও অনুগ্রহ করেছেন, আমাকে দান করেছেন এবং অনেক দিয়েছেন। প্রশংসা ও গুণগান শুধুই আল্লাহ্‌র জন্য'**। মহানবী (সা.)-এর ইবাদতের অবস্থা এমন ছিল যে, তাঁর পা ফুলে যেতো। আপনি কেন এতো কষ্ট করেন সাহাবার এমন প্রশ্নের উত্তরে তিনি (সা.) বলতেন, **'আমি কি আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞ বান্দা হব না'?**

অতএব এই কৃতজ্ঞ বান্দার অনুসারীদের এবং তাঁর উম্মতেরও দায়িত্ব তারা যেন তাদের সাধ্য অনুযায়ী এ মহান আদর্শের অনুসরণ করে— যেন তারা আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাঁর ভালবাসা প্রাপ্ত হয়। যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে (সা.) সম্বোধন করে বলেন, তুমি বলে দাও فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ অর্থাৎ আমার অনুসরণ করলে, আমার পবিত্র জীবনাদর্শ অবলম্বনের চেষ্টা করলে তোমরা আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্র হবে, তাঁর ভালবাসা লাভ করবে। আল্লাহ্ তা'লার ভালবাসা পরবর্তীতে অধিক নিয়ামত ও কল্যাণের অংশীদার বানায়। মহানবী (সা.) যে শুধু নিয়ামত প্রাপ্ত হলেই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতেন তাই নয় বরং কোন সমস্যা থেকে উত্তরণের পরও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতেন। এমনকি ছোট ছোট বিষয়ের ক্ষেত্রেও তাঁর (সা.) জীবনীতে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের পরম দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়। দৈনন্দিন কাজ-কর্ম ছাড়াও তিনি (সা.) সর্বদা আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতেন। অতএব এ হল, সত্যিকার কৃতজ্ঞতা যার জন্য আমাদের চেষ্টা করা উচিত। আর এই কৃতজ্ঞতা ও এ ধরনের কৃতজ্ঞতা এমন জিনিস যার ফলে আল্লাহ্ তা'লা আরো বেশি অনুগ্রহ করেন এবং তাঁর নিয়ামত ও অনুগ্রহ অনেক গুণে বৃদ্ধি করে দেন। মানুষ নিজের লাভের জন্যই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে থাকে। আল্লাহ্ তা'লার কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার

কোন প্রয়োজন নেই, তিনি আমাদের কৃতজ্ঞতার মুখাপেক্ষী নন। আল্লাহ্ তা'লা একস্থানে বলেছেন, وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ অর্থাৎ আর যে-ই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে সে কেবল নিজের কল্যাণের জন্যই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে থাকে। আর যে অকৃতজ্ঞ হয় সে যেন মনে রাখে, নিশ্চয় আল্লাহ্ স্বয়ংসম্পূর্ণ ও প্রশংসার অধিকারী (সূরা লুক্মান: ১৩)।

অতএব প্রত্যেক আহমদী যেন এমন কৃতজ্ঞই হয়। তবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের কিছু পদ্ধতি আছে। দৈনন্দিন জীবনে এ সব পদ্ধতির অন্বেষণ করতে থাকুন। একজন আহমদী বা প্রকৃত মু'মিন যখন কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের এ সব পদ্ধতির অনুসন্ধান করে সে তখন অন্তর থেকেও কৃতজ্ঞ হয়। মৌখিক ভাবেও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা যায়। মানুষ যখন আল্লাহ তা'লার গুণকীর্তন করে অথবা অন্য কারো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তখন তা হয় মৌখিক কৃতজ্ঞতা। এ ছাড়া নিজের কাজকর্ম,আচার-ব্যবহার এবং নিরবতার মাধ্যমেও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা যায়। মানুষ যখন কৃতজ্ঞ হয় তখন তার প্রতিটি ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে এর বহিঃপ্রকাশ ঘটে। অর্থাৎ শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে কৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ ঘটা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা যখন বান্দার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন বা আল্লাহ্ তা'লার ক্ষেত্রে যখন কৃতজ্ঞতার বিষয়টি ব্যবহৃত হয় তখন মনে রাখতে হবে, আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতার অর্থ মানুষকে পুরস্কৃত করা এবং মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করা। আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের সময় মানুষকে মনে রাখতে হবে, সে যেন একান্ত বিনয়ের সাথে আল্লাহ্ তা'লার সমীপে নত হয়। দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ভালবাসা প্রকাশ করা এবং তাঁর ভালবাসা লাভের চেষ্টা করাও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া নামান্তর। আল্লাহ্ তা'লার কল্যাণ ও অনুগ্রহরাজির কথাও স্মরণ রাখতে হবে। মানুষকে বুঝতে হবে, খোদার পক্ষ থেকেই সকল আশিস বর্ষিত হয়। আমি যে নিয়ামত পেয়েছি তা আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহেই পেয়েছে– এ বিষয়টি অনুধাবন করা উচিত। এটিও আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার পরিচায়ক। আল্লাহ্ তা'লার নিয়ামত ও অনুগ্রহরাজির স্বীকারোক্তি প্রদান করে তাঁর গুণকীর্তন করা এবং আল্লাহ্ তা'লার গুণগান গাওয়া ও তাঁর স্মরণে রত থাকা। আর আল্লাহ্র প্রদত্ত নিয়ামতের ব্যবহার এমনভাবে করুন যেন তিনি সন্তুষ্ট হন। আর এসব কথা পুরোপুরি মানাই প্রকৃত কৃতজ্ঞতা এবং এটিই আল্লাহ্ পছন্দ করেন। যেভাবে আমি বলেছি, এভাবে আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে হবে কেননা আল্লাহ্ তাঁর এমন কৃতজ্ঞ বান্দাদের অধিক পুরস্কৃত করেন এবং তাদের প্রতি আরো বেশি অনুগ্রহ করেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তোমরা এভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলে لَأَزِيدَنَّكُمْ অর্থাৎ 'আমি তোমাদের আরো বাড়িয়ে দিব'-এর উত্তরাধিকারী হবে। মানুষ আমাকে চিঠি লিখে এবং আমার সাথে সাক্ষাতের সময় বলে, জলসায় উপস্থিত হয়ে আমরা অনেক লাভবান হয়েছি এবং আনন্দ পেয়েছি। যখন প্রত্যেক আহমদী আল্লাহ্র সমীপে পূর্বের তুলনায় অধিক বেশি বিনত হবে এবং আরো বেশি ইবাদত করবে তখনই এ আনন্দ ও উপকার লাভজনক হবে। আল্লাহ্র ভালবাসা লাভ করতে আগের চেয়ে আরো বেশি সচেষ্ট হোন। আল্লাহ্র আশিস, অনুগ্রহ ও পুরস্কারের একটি তালিকা প্রস্তুত করুন এবং নিজের সামনে রাখুন। আপনি যে সব পুণ্যকর্মের সুযোগ পান সেগুলোর ব্যাপারে প্রতিজ্ঞা করুন, এখন আমি এগুলোর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকব। মন্দকর্মের তালিকা করে তা থেকে বাঁচতে চেষ্টা করুন। নিজের সমস্ত শক্তি ও সামর্থ দিয়ে এ কাজে সচেষ্ট হওয়া উচিত। পরে আল্লাহ্ তা'লার এ সব অনুগ্রহ ও পুরস্কারের কথা স্মরণ করে তাঁর প্রশংসায় রত হোন, আমি আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ ও পুরস্কারের অপব্যবহার করব না- আর এ অঙ্গীকারের উপর সর্বদা প্রতিষ্ঠিত থাকুন। এ দেশে আসার ফলে আল্লাহ্ তা'লা যদি আপনাদের অবস্থার উন্নতি করে থাকেন, আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য দান করে থাকেন তবে এ আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের অপব্যবহার না করে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করুন।

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আমেরিকাতে এমন অনেক মানুষ আছেন, যাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা অঢেল আর্থিক প্রাচুর্য দান করেছেন। এদের মাঝে এমন অনেকে আছেন যারা অত্যন্ত প্রশস্ত হৃদয় নিয়ে জামাতী বিভিন্ন কর্মকান্ডে

খরচ করেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদের ধনসম্পদ ও জনবলে প্রভূত বরকত দিন। আল্লাহ্ তা'লার আশিস ও অনুগ্রহকে স্মরণ করে সর্বদা তাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞ বান্দা হবার চেষ্টা করতে থাকা উচিত। শুধুমাত্র আর্থিক কুরবানীকেই নিজের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য যথেষ্ট মনে করবেন না বরং আল্লাহ্‌র সমীপে বিনত বান্দায় পরিণত হওয়ার জন্যও অদম্য চেষ্টা-সাধনা করা উচিত। প্রকৃত কৃতজ্ঞ এবং আব্‌দে রহমান (অর্থাৎ রহমান খোদার নিষ্ঠাবান বান্দা) হবার জন্য একনিষ্ঠ ইবাদতকারী হওয়াও আবশ্যক। কানাডাতে এমন আর্থিক প্রাচুর্যের অধিকারীর সংখ্যা কম বা এভাবে বলা যায়, আর্থিক প্রাচুর্যতায় তারা ঐ পর্যায়ে উপনীত হয় নি যেমন আমেরিকায় রয়েছে। অন্তত পক্ষে আমার জানা মতে নয়। কিন্তু এখানে সামগ্রীক ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আর্থিক কুরবানীর মান যথেষ্ট উন্নত। কিন্তু সেই সাথে কোন কোন ক্ষেত্রে দুর্বলতা এবং ইবাদতেও যথেষ্ট দুর্বলতা রয়েছে। যদি খোদা তা'লার প্রকৃত কৃতজ্ঞ বান্দা হতে চান তাহলে এই দুর্বলতাগুলো দূর করা আবশ্যক। তাই আমেরিকাতে বসবাসকারী আহমদী বা কানাডাতে বসবাসকারী আহমদী অথবা পৃথিবীর অন্য যে কোন স্থানে বসবাসকারী আহমদীই হোক না কেন, তাদের প্রকৃত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ তখনই হবে যখন পরিপূর্ণভাবে নিজেদের মাঝে একটি পবিত্র পরিবর্তন সাধনের চেষ্টা তারা করবে। নর-নারী যে-ই হোক সে যতক্ষণ পর্যন্ত পবিত্র কুরআনের অনুশাসন নিজ জীবনে বাস্তবায়ন করার চেষ্টা না করবে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে কৃত বয়'আতের শর্তসমূহ পালনের চেষ্টা না করবে, ততক্ষণ আল্লাহ্ তা'লার সত্যিকার কৃতজ্ঞ বান্দা হতে পারবে না। আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক আহমদীকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এই মানদন্ড অর্জনের তৌফিক দান করুন।

অতএব প্রত্যেকেই আত্মবিশ্লেষণ করুন, নিজের চারপাশের উপর দৃষ্টি দিন, নিজের পরিবারের প্রতি দৃষ্টি দিন আর দেখুন! এই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ আপনার চারপাশে, আপনার ঘরে এবং আপনার মাঝে কতটুকু প্রতিষ্ঠিত আছে? স্বামী যদি স্ত্রীর অধিকার প্রদান না করে অন্যান্য পুণ্যকর্ম করতে থাকে তাহলে সে খোদার প্রকৃত কৃতজ্ঞ বান্দা বলে পরিগণিত হবে না। আল্লাহ্ তা'লা তাকে স্ত্রী দিয়েছেন, সন্তান দিয়েছেন এদের অধিকার প্রদান করা তার কর্তব্য। এটি এমন কর্তব্য যা স্বয়ং খোদা তা'লা তার উপর অর্পণ করেছেন। এটি কোন জাগতিক দায়িত্ব নয় বরং এটি আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে ন্যস্ত দায়িত্ব। তেমনিভাবে কোন স্ত্রী যদি স্বামীর প্রতি কর্তব্য সমূহ পালন না করে তাহলে সেও খোদা তা'লার কল্যাণরাজি এবং তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে। অথবা সে খোদার আশিস সমূহকে অস্বীকার করছে আর এই অস্বীকৃতি তাকে কৃতজ্ঞ বান্দাদের তালিকা থেকে বের করে দিচ্ছে।

অতএব যেভাবে আমি বলেছি, প্রত্যেকের এবং প্রত্যেক পরিবারের উচিত আত্মবিশ্লেষণ করা। কাজেই যে দিন আমরা প্রত্যেক ক্ষেত্রে নিজেদের কথা ও কাজকে খোদা তা'লার সন্তুষ্টির মাধ্যম বানিয়ে নিব সেদিন প্রকৃত কৃতজ্ঞতা প্রকাশের আসল রূপ প্রস্ফুটিত হবে। আর তখন মানুষের প্রতি খোদা তা'লার আশিস ও অনুগ্রহের এক অফুরন্ত ধারা সূচিত হবে। ধর্মীয় ও পার্থিব উভয় ক্ষেত্রেই এমনটি হওয়া আবশ্যক। শুধুমাত্র জাগতিক প্রাচুর্যকেই যথেষ্ট মনে করবেন না। একজন আহমদীর জন্য আধ্যাত্মিকতায় উন্নতি লাভ করাও আবশ্যক।

আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সেই বিষয়টি– যার সাথে আমারও সম্পর্ক রয়েছে তা প্রকাশ করছি, কেননা এটিও জরুরী। সর্ব প্রথম আমি আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, যিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে এমন এক জামাত দান করেছেন, খিলাফতের সাথে যাদের গভীর বিশ্বস্ততার সম্পর্ক রয়েছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) থেকে সরাসরি যারা এ কল্যাণ লাভ করেছিলেন তারাই এই নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সূচনা করেছিলেন। এটি দেখে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেছিলেন, জামাতের সদস্যদের নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা দেখে আমি অবাক হই। এ বাক্যগুলো আমার। কম বেশি এমনই বাক্যে তিনি (আ.) বলেছিলেন। তাই এ পরম নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার ধারা যা প্রায় দেড়শ' বছর ধরে বিস্তৃত, আজও এটি আপন মহিমা প্রদর্শন করে চলেছে। তাই এই নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততাকে কখনো ম্লান হতে দিবেন না। নিজ বংশধরদের মাঝেও এর ধারা অব্যাহত রাখার চেষ্টা করুন। এই নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা যেখানে আমাকে খোদা তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকারী বানিয়ে তাঁর গুণকীর্তনের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ

করে এবং পরবর্তীতে আগমনকারী খলীফারাও এ দিকে মনোযোগী থাকবেন, ইনশাআল্লাহ্; সেখানে জামাতের সদস্যদেরকেও যেন এটি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের দিকে মনোযোগী রাখে। যাতে খিলাফতের সাথে দৃঢ় সম্পর্ক এবং আল্লাহ্ তা'লার কল্যাণরাজি লাভকারীর সম্পর্ক বংশপরম্পরায় প্রতিষ্ঠিত থাকে। অতএব আমি যেভাবে বলেছি, আমি আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি কেননা তিনি জামাতের নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততাকে বহাল রেখেছেন। আর পৃথিবীর যে কোন প্রান্তেই যান না কেন এ সম্পর্ক প্রত্যেক আহমদীর মাঝেই বিদ্যমান দেখতে পাবেন। এই সফরে নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার দৃশ্য আমি আমেরিকাতেও দেখেছি এবং এখানকার (কানাডার) আবালবৃদ্ধবনিতা সবার মাঝে দেখছি। আমেরিকা সম্পর্কে বিশ্ববাসীর ধারণা, সেখানে কেবল বস্তুবাদী মানুষ বসবাস করে এবং ধর্মের সাথে তাদের তেমন কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু আমার দু'সপ্তাহ অবস্থানের সময় আমি যেখানেই যেতাম আহমদীরা সেখানে পৌঁছে পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে পরম নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। যুবকদের মধ্যে যারা ডিউটি দিয়েছেন তারা দু'সপ্তাহ একটানা আমার সাথে থেকে এবং সফরের সময়ও আমার পাশে থেকে অনেকে নিজেদের ব্যবসা-বাণিজ্য এবং চাকরি হুমকির মুখে ঠেলে দিয়েছে বা এর প্রতি কোন ভ্রূক্ষেপই করে নি। এমনও অনেকে ছিলেন যারা আমাকে বলেছেন, আমরা নতুন নতুন চাকরী শুরু করেছিলাম। জলসার জন্য এবং আপনার সাথে সাক্ষাতের জন্য ছুটি পাচ্ছিলাম না তাই চাকরি ছেড়ে চলে এসেছি। আল্লাহ্ তা'লা সবার জন্য স্বাচ্ছন্দ্যের বিধান করুন এবং তাদের ধন-সম্পদ, জনবল এবং নিষ্ঠায় অশেষ বরকত দান করুন।

অতএব এই নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসার প্রতিই আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট করে। সাথে সাথে আমি ঐ লোকদেরও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি যারা পরম নিষ্ঠা ও একান্ত বিশ্বস্ততার সাথে জলসার সময় বিভিন্ন স্থানে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং জলসায় যোগদানকারী সবারই (এসব কর্মীর প্রতি) কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত। আমেরিকাতেও এবং কানাডাতেও। তাদের জন্য দোয়া করা উচিত, যেন আল্লাহ্ তা'লা তাদের সাথে এমন ব্যবহার করেন যার ফলে কোনরূপ উৎকণ্ঠা ছাড়াই তারা যেন মানসিক প্রশান্তি লাভ করে, তাদের প্রতি এমন কৃপাবারি বর্ষিত হয় যার ফলশ্রুতিতে তারা পূর্বের তুলনায় আরো বেশি ধর্মসেবার সৌভাগ্য লাভ করে এবং ধর্মসেবার প্রতি মনোযোগ সৃষ্টি হয়। আমেরিকার বিভিন্ন শহরে আমি গিয়েছি এবং নিশ্চিত ভাবে আমি বলতে পারি, এসব স্থানে স্থানীয় পুরনো আমেরিকার অধিবাসীরাও এবং নতুন আগমনকারী যারা বাইরে থেকে এসে বসবাস আরম্ভ করেছেন তারাও আন্তরিক নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করেছেন। কিন্তু এসব লোকের দৃষ্টি আমি পুনরায় এ বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ করছি যা আমি শুরুতে করেছিলাম, আপনাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন এবং আল্লাহ্ তা'লার কল্যাণ আকর্ষণ করা তখনই যথাযথ হবে, আপনাদের নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততা তখনই সঠিক বলে সাব্যস্ত হবে যখন খোদা তা'লার স্মরণ এবং তাঁর ইবাদতের উন্নত মান প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে আপনারা এর বহিঃপ্রকাশ ঘটাবেন।

অতএব আমি আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের যে বিষয়টি শুরু করেছিলাম এর শেষ কথা হল, যুগ খলীফা এবং জামাতের সদস্যরা যেন আল্লাহ্ তা'লার প্রকৃত বান্দা হয়ে তাঁর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে। এবার আমেরিকাতে বিশেষ ভাবে যুবকদের মাঝে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীতে জামাতের পরিচিতি তুলে ধরতে এবং ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা বা বাণী পৌঁছানোর প্রতিও মনোযোগ লক্ষ্য করেছি। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় বাইরের লোকদের সাথে বেশ ভাল সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। কিন্তু সর্বদা স্মরণ রাখবেন! কোন পার্থিব স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে এই সম্পর্ক গড়বেন না। বরং এই সম্পর্ক স্থাপন যে উদ্দেশ্যে হওয়া উচিত তা হল, সমগ্র বিশ্ববাসীকে ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত করা এবং মহানবী (সা.)-এর পতাকাতলে সমবেত করা, ইনশাল্লাহ্ তা'লা। সেখানে সংবাদ মাধ্যমের সাথেও আমার কথাবার্তা হয়েছে। সিএনএন এর প্রতিনিধি আমাকে প্রশ্ন করেছিল, আমেরিকাতে কি ইসলাম বিস্তৃত হবার সম্ভাবনা আছে? এর উত্তরে আমি বলেছি, আহমদীয়া জামাত প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা উপস্থাপন করে থাকে এবং এটি শুধু আমেরিকা নয় বরং সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে। আর এটি উগ্রতার মাধ্যমে নয় বরং

মানুষের হৃদয় জয় করার মাধ্যমে বিস্তৃত হবে। ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা প্রচারের মাধ্যমে বিস্তৃত হবে। অতএব আমাদের যুবক, পুরুষ ও নারীগণ যারা খিলাফতের সাথে নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সম্পর্ক রাখেন এবং এর বহিঃপ্রকাশ করেন, তাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন, আমাদের উদ্দেশ্য পার্থিব নয়, বরং সকল পার্থিব সম্পর্ক এবং আমরা যেসব কথা বলি তার একমাত্র লক্ষ্য ইসলামের চূড়ান্ত বিজয় হওয়া উচিত। এটি তখনই সম্ভব হবে যখন আমরা আমাদের এক-অদ্বিতীয় সৃষ্টিকর্তার সাথে প্রকৃত বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করব। আমি সাধারণত সর্বত্রই তা পার্থিব কোন নেতৃবৃন্দের সাথেই হোক বা অন্য কারো সাথে– একথাই বলে থাকি, আমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য মূলতঃ এটিই। যাহোক সামগ্রিকভাবে আমেরিকা সফর আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় খুবই সফল হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা পরবর্তীতেও এর কল্যাণকর ফলাফল সৃষ্টি করতে থাকুন। বিভিন্ন স্থানে নতুন মসজিদ ও নতুন সেন্টার ক্রয় করা হয়েছে, সেগুলোরও উদ্বোধন করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আমেরিকা জামাতেরও মসজিদ নির্মাণের প্রতি বেশ মনোযোগ সৃষ্টি হয়েছে, তাদের উচিত একে অব্যাহত রাখা।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, উন্নয়নশীল জাতি শুধু এটি দেখে না, আমরা এই এই করে ফেলেছি বরং যেসব ঘাটতি রয়ে গেছে সেদিকেও দৃষ্টি রাখে। দুর্বলতা বা ত্রুটি সমূহের প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। এমনটি হলেই সঠিক পথ লাভ হয়, সঠিক পথনির্দেশ পাওয়া যায়। আমেরিকা হোক বা কানাডা, সর্বত্র জলসার দিনগুলোতে বিশেষভাবে যেসব দুর্বলতা ও ঘাটতি রয়ে গেছে, এর জন্য একটি লাল খাতা থাকা প্রয়োজন যাতে এসব দুর্বলতা লিখা হবে। যাদের কাছে এটি নেই তারা এর ব্যবস্থা করুন। যেভাবে আমি দীর্ঘদিন যাবত বিশ্ববাসীকে সতর্ক করছি, রাজনৈতিক, যুদ্ধ-বিগ্রহ ও সামাজিক অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছতে পারে যেজন্য পূর্ব প্রস্তুতির প্রয়োজন। এ ধরনের আকস্মিক অস্থিরতা থেকে বাঁচার জন্য পারিবারিক এবং জামাতী ভাবে কিছু ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। আমেরিকাতে প্রায়ই প্রাকৃতিক বিপর্যয়, ঝড়-তুফান, হ্যারিকেন প্রভৃতি আঘাত হানে। যেসব স্থানে মসজিদ নির্মিত হচ্ছে এবং সেন্টার রয়েছে, সেখানে কমপক্ষে এমন ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন, যাতে পানি ও বিদ্যুতের ব্যবস্থা নিরবিচ্ছিন্নভাবে থাকে, কেননা বর্তমানে এগুলো ছাড়া চলা খুবই দুস্কর। বিগত যে দিনগুলো আমি সেখানে থেকেছি, জলসায় আমি Harrisburg গিয়েছিলাম। পিছন থেকে ঝড় এসেছিল এবং বাইতুর্ রহমান মিশন হাউস যে অঞ্চলে অবস্থিত সেই এলাকার পুরো বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। পানি সরবরাহও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। পানি ও বিদ্যুতের কোন বিকল্প ব্যবস্থা সেখানে ছিল না। অথচ এসব স্থানে জামাতের নিজস্ব জেনারেটর থাকা প্রয়োজন যেন সাথে সাথে জামাতের ভবন সমূহে বিদ্যুত সরবরাহ করতে পারে এবং পানি প্রভৃতির ঘাটতি পূরণ করতে পারে। এটি ঐশী ইচ্ছাতেও হতে পারে, অনেকের ধারণা, এটি আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে হয়েছে। কেননা এমন পরিস্থিতিতে পূর্বেই সতর্কবাণী বা পূর্বাভাস দেয়া হয়, অথচ এগুলো কোন সতর্কবাণী বা পূর্বাভাস ছাড়াই হয়েছে। কোন কোন স্থানে ষড়যন্ত্রের আনাগোনা হতে পারত যা আল্লাহ্ তা'লা এর মাধ্যমে দূর করে দিয়েছেন। কিন্তু আসলে কী ছিল তা আল্লাহ্ তা'লা-ই ভাল জানেন। যাহোক আমাদেরকে কিছু বিকল্প ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন আর বিশ্বের প্রত্যেক স্থানেই রাখা উচিত।

এবার কানাডার দিকে আসছি, তারা হয়তো ভাবছেন, খুতবা কানাডায় দেয়া হচ্ছে আর কথা চলছে আমেরিকার। সব প্রশংসা বা ত্রুটি আমেরিকার বর্ণনা হয়েছে, আপনাদের ব্যাপারে এবার বলছি। একটি সার্বজনিন কথা হল– যেমনটি আমি বলেছি, পুরো জামাতের উচিত আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক গড়া। শুধু কানাডা বা আমেরিকা নয় বরং বিশ্বের প্রত্যেক আহমদীর জন্য আবশ্যক তারা যেন আল্লাহ্ তা'লার সাথে নিজের সম্পর্ক গড়ে তুলে। এ বিষয়ে আমি বার বার বলতে থাকি। দ্বিতীয়তঃ যেভাবে আমি বলেছি, নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার এই দৃশ্য এখানে অর্থাৎ কানাডাতেও পরিলক্ষিত হয় এবং হচ্ছে। এখন আমি এখানেই অবস্থান করছি। আমি যেদিন এখানে পৌঁছি সেদিন পাকিস্তান থেকে আগত আমাদের এক আত্মীয়া যিনি আমেরিকা হয়ে এখানে এসেছেন, আমেরিকা থেকে তাকে কেউ ফোন করে জিজ্ঞেস করেছেন, কীভাবে স্বাগত

জানানো হয়েছে? আমেরিকার স্বাগত জানানো বেশি ভাল ছিল নাকি এখানকার? এর উত্তরে তিনি বলেন, কানাডার সদস্যরা আমেরিকানদেরকে অনেক পিছনে ফেলে দিয়েছে। যাহোক পেছনে ফেলারই কথা ছিল। এখানে আপনাদের সংখ্যা অনেক বেশি, আপনাদের এই পিস ভিলেজে অধিকাংশ আহমদী পরিবারের বসবাস আর মসজিদও নিকটে। কিন্তু এ থেকে উপকৃত হবার জন্য শুধু বাহ্যিক সম্ভাষণ বা স্বাগত জানানোই যথেষ্ট নয়। আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের বিষয়টি দৃষ্টিপটে রাখুন। আল্লাহ্ তালা আপনাদেরকে একটি জায়গা দান করেছেন যেখানে আপনারা একত্রে বসবাস করছেন। আমি যেভাবে বলেছি, মসজিদও পাশেই রয়েছে। এই মসজিদকে আবাদ করুন তাহলেই এর প্রকৃত সৌন্দর্য এবং আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের বহিঃপ্রকাশ হবে। বয়স্করা এখানে (মসজিদে) এসেই থাকেন আর অধিকাংশ বয়স্ক অবসর গ্রহণ করেছেন, তাদের হাতে কোন কাজ নেই তাই তারা পাঁচ বেলার নামাযে মসজিদে আসেন। যখন কিশোর ও যুবকরা ইবাদতের প্রকৃত মর্ম অনুধাবন করে এখানে এসে মসজিদকে আবাদ করবে, জামাতের মূল চেতনাকে জাগ্রত রাখবে, কিশোরী এবং মহিলারাও এই পরিবেশে থেকে নিজের পবিত্রতা, আত্মসম্ভ্রম এবং মর্যাদার সুরক্ষা করবে, যুবকরা যখন এই পরিবেশের প্রতি আসক্ত না হয়ে নিজেদের মর্যাদাকে অনুধাবন করবে তখনই আমাদের মূল লক্ষ্য অর্জিত হবে। আর এই উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা করলে পরেই আপনারা আল্লাহ্ তা'লার সত্যিকার কৃতজ্ঞ বান্দা হতে পারবেন। অন্যথায় শুধু জয়ধ্বনি দেয়া বা দলবেধে রাস্তায় দাঁড়িয়ে স্বাগত জানানোর মাধ্যমে প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হয় না, তবে এক প্রকার নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার বহিঃপ্রকাশ যে ঘটে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এখানকার স্থানীয় লোকজন, এখানকার মেয়র এবং অন্য রাজনীতিবিদরাও আমার সাথে সাক্ষাত করেছেন। তারা আমাদের জামাতের মাধ্যমে বেশ প্রভাবান্বিত এবং অনেকেই আমাকে বলেছেন, এমন এমন মানুষ এ জামাতে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে যে, এই জামাত নিয়ে আপনার গর্ব হওয়া উচিত। এরা আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। এই সবকিছু যা অর্জিত হচ্ছে তা আল্লাহ্ তা'লার কৃপা ছাড়া সম্ভব নয়। এরা জাগতিক দৃষ্টিতে দেখে এবং এদের দৃষ্টিতে এগুলো উত্তম মান হিসাবে পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু আমাদেরকে সেই দৃষ্টিতে দেখতে হবে যে দৃষ্টিতে পবিত্র কুরআন আমাদেরকে দেখায় যা এ যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) পবিত্র কুরআনের আলোকে আমাদের কাছে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। আমাদের উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে উপনীত হওয়া এবং ধর্মে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার মানদন্ড পার্থিব লোকদের বানানো মানদন্ড অনুযায়ী নয় বরং আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত মাপকাঠিতে মূল্যায়ণ হয়।

তাই আল্লাহ্ তা'লাকে খুশী করতে এবং তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্য আমি যেভাবে এর পূর্বেও বলেছি, আমাদেরকে নিজ জীবনে পবিত্র কুরআনের শিক্ষা অবলম্বন করা আবশ্যক আর এর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা-সাধনা করা উচিত। অতএব আপনারা পার্থিবতার দিকে এবং পার্থিব লোকদের পানে তাকিয়ে না থেকে উর্ধ্বলোকের দিকে, আকাশ ও পৃথিবীর অধিপতির প্রতি দৃষ্টি দিন আর এমন হলে পরেই আমরা সত্যিকার কৃতজ্ঞ বান্দা হতে পারব। আর তখনই আপনাদের স্বাগত জানানো, জয়ধ্বনি দেয়া এবং প্রতিটি কাজ খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনকারী হবে। আল্লাহ্ তা'লার অপার অনুগ্রহে আমার সফরের ইতিবাচক ফলও এখানে প্রকাশিত হচ্ছে। আমেরিকাতেও এবং এখানেও প্রকাশিত হচ্ছে। আমেরিকায় অনেক মেয়েরা আমাকে লিখেছে যারা সেখানেই জন্মেছে, সেখানেই লালিত-পালিত হয়ে বড় হয়েছে আর এখানকার মেয়েরাও লিখেছে আর এমন চিঠি এখনো আসছে যে, আপনার কথা শুনে আমাদের মাঝে নারীর মর্যাদা, সম্মান এবং নারীর মান-সম্ভ্রম সম্পর্কে উপলব্ধি সৃষ্টি হচ্ছে। এখন আমরা আমাদের মর্যাদা বুঝতে পারছি। পর্দার গুরুত্ব বুঝতে পেরেছি, একজন আহমদী মেয়ের মর্যাদা বুঝতে পেরেছি। অনুরূপভাবে যুবকরাও লিখেছে, নামাযের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছি। কোন কোন মেয়ে লিখেছে, আমরা মনে করতাম, এখানকার এই পরিবেশে বোরখা এবং হিজাবের ব্যবহার আমাদের দ্বারা কখনো সম্ভব নয়। কিন্তু আপনার সামনে যখন হিজাব, বোরখা বা কোট পড়ে এসেছি এবং আপনার কথা শোনার পর আমরা এখন এ অঙ্গীকার করছি, কখনো আমরা বোরখা পড়া ত্যাগ করব না। কাজেই এ হল, তাদের চিন্তা-

চেতনা, আল্লাহ্ তা'লা সর্বদা তাদের এই চিন্তাধারাকে জাগ্রত রাখুন এবং তাদের মান সম্মান অটুট রাখুন, যেভাবে তারা অঙ্গীকার করেছে, **'আমরা আমাদের মান-সম্মানের সুরক্ষা করব'**। এভাবে অনেকে আবার মোলাকাতের সময় নামাযের প্রতি মনোযোগী হওয়ার ব্যাপারেও অঙ্গীকার করেছে আর চিঠিও লিখেছে, **'ভবিষ্যতে আমাদের কোন অভিযোগ আপনার নিকট যাবে না'**। এ বিষয়টি খোদা তা'লার প্রশংসা এবং কৃতজ্ঞতার প্রতি আমার মনোযোগ আকৃষ্ট করে। তিনিই সেই সত্তা যিনি হৃদয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখেন। তিনিই সেই সত্তা যিনি লোকদের হৃদয়কে ফেরানোর শক্তি রাখেন। তিনিই সেই সত্তা যিনি কথার মধ্যে প্রভাব সৃষ্টি করেন। তিনি কতো উত্তম ভাবে জামাতের আবালবৃদ্ধবনিতা অর্থাৎ সব সদস্যের মধ্যে যুগ খলীফার আহ্বানে লাব্বায়েক বলে নিজেদের মাঝে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সৃষ্টির প্রতি মনোযোগী করেছেন। তারা দৃঢ়তার সাথে নিজেদের পদমর্যাদাকে সমাজের সামনে উপস্থাপন করছে। অথচ কিছুদিন পূর্বেই তারা দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগছিল এবং লজ্জা পাচ্ছিল। অনেকে আবার স্কুলেই অস্থির হয়ে যেত। অতএব যাদের মধ্যে এই পরিবর্তন সৃষ্টি হয়েছে তাদেরও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পাশাপাশি আল্লাহ্ তা'লার সাথে এখন এ অঙ্গীকার করা উচিত, তারা এখন নিজেদের মাঝে সৃষ্ট পবিত্র পরিবর্তনকে ধরে রাখবে এবং এর জন্য খোদা তা'লার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবে, যেন তাদের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয়েছে তা সর্বদা প্রতিষ্ঠিত থাকে। অনুরূপভাবে যেসব পুরুষ ও যুবকের মধ্যে কোন পরিবর্তন সৃষ্টি হয়েছে তারাও যেন এ চিন্তাধারা মাথায় রেখে নিজেদের জীবন অতিবাহিত করে, এই পবিত্র পরিবর্তন সর্বদা নিজেদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত রাখতে হবে। আমি পূর্বেও স্বামীদেরকে তাদের স্ত্রীদের অধিকার প্রদানের ব্যাপারে এবং স্ত্রীদেরকে তাদের স্বামীদের প্রাপ্য অধিকার প্রদানের ব্যাপারে সংক্ষেপে মনোযোগ আকর্ষণ করেছি। এজন্য এ বিষয়টিও স্মরণ রাখবেন, ঘরে পরস্পরের মধ্যে আস্থাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠা প্রয়োজন। কেননা বর্তমানে ঘরে যেভাবে অসন্তোষ দেখা দিচ্ছে, সম্পর্কচ্ছেদ হচ্ছে, তা শুধু পারস্পরিক আস্থা ও সততার অভাবেই হচ্ছে। অতএব সততা অবলম্বন করে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের প্রতি আস্থা ভাজন হওয়া উচিত। আজকাল যেসব যুবক বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছে, পিতা-মাতার পছন্দে বিয়ে করলে সেক্ষেত্রে বিশ্বস্ততা অবলম্বন করা প্রয়োজন। যদি অন্য কোথাও পছন্দ থেকে থাকে তাহলে ছেলে মেয়ের জীবন নষ্ট না করে এবং মেয়ে কোন ছেলের জীবন নষ্ট না করে বিয়ের আগেই স্পষ্ট করে পিতামাতাকে জানিয়ে দিন, আমি এখানে বিয়ে করব না, অন্য কোথাও করব। সর্বদা স্মরণ রাখবেন, ইসলামে বিবাহের মূল ভিত্তি পবিত্রতার উপর রাখা হয়েছে। জাগতিক বিষয়াদির উপর নয়।

মহানবী (সা.) একজন পুরুষকে বিবাহের ক্ষেত্রে যে চারটি বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রাখার কথা বলেছেন, কনের যে বৈশিষ্ট্যকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে বলেছেন তা হল, তার ধার্মিকতা। তার সৌন্দর্য, ধন-সম্পদ কিংবা বংশ মর্যাদা নয়। কাজেই ছেলেরা যখন ধার্মিকতা চায় বা ধার্মিক মেয়ে চায় সেক্ষেত্রে ছেলেরও ধার্মিক হওয়া আবশ্যক। আমি বিয়ের বিভিন্ন খুতবাতে এর উল্লেখ করে যাচ্ছি। যদি ছেলেরা ধার্মিক হয় তাহলে মেয়েরা অবশ্যই ধার্মিক হবে। আর তখনই আমরা ঐ প্রকৃত আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী বলে সাব্যস্ত হব, আর এটিই আহমদীয়া জামাত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল। সর্বদা স্মরণ রাখবেন! আমাদের ভিত্তি পবিত্রতার উপর, জাগতিক বস্তু এবং জাগতিক বিষয়াবলীর উপর নয়। এখানকার স্বাধীনচেতা সমাজের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে নিজেদের জীবনকে অস্থির করে তুলবেন না। একথা ভাববেন না, এখানকার মানুষরা খুব সুখে আছে। এই ক্ষণস্থায়ী জীবনে কয়েক বছর হয়ত তারা সুখে থাকে। এর পরই তাদের মাঝে অশান্তি সৃষ্টি হয়। চূড়ান্ত পরিণতি হিসেবে তাদের মাঝে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা দেখা দেয়। এ কারণে প্রথম থেকেই নিজ চিন্তা ভাবনাকে পূত-পবিত্র এবং আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির পথে পরিচালিত করা উচিত। যেভাবে আমি পূর্বেও বলেছি, অনেক পরিবারে এখানে জাগতিকভাবে অনেক স্বচ্ছলতা এসেছে। এজন্য আল্লাহ্ তা'লার এই অনুগ্রহকে স্মরণ রাখুন। জগত এবং জাগতিকতার ঘুরপাকে পতিত না হয়ে আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের প্রতি যে অনুগ্রহ বর্ষণ করেছেন তা সর্বদা স্মরণ রাখুন। নিজেদের অবস্থা ও মূল উদ্দেশ্যকে সর্বদা দৃষ্টিপটে রাখুন। নিজেদের অতীতের কথা চিন্তা করুন। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের প্রতি যে

অনুগ্রহ করেছেন তা স্মরণ করুন। এসব অনুগ্রহ যেন আপনাদেরকে কৃতজ্ঞ বান্দায় পরিণত করে। তিনিই প্রকৃত মু'মিন যিনি আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহকে স্মরণ করে কৃতজ্ঞ বান্দায় পরিণত হয়। আপনারা যদি এভাবে কৃতজ্ঞ বান্দা হবার জন্য চেষ্টা আরম্ভ করেন থাকেন তাহলে স্বরণ রাখুন, ভাই-ভাই, বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে কোন প্রকার অসন্তোষ থাকলে তা দূর করতে হবে। এই অসন্তোষ দূর করা এবং সন্ধির পানে অগ্রগামী হওয়া মানুষকে কৃতজ্ঞ বান্দায় পরিণত করে এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ভাজন বানায়।

অতএব প্রত্যেককে সর্বদা এ বিষয়গুলো স্মরণ রাখা প্রয়োজন। এখানে আমি যখন ঘর থেকে বাইরে বের হই তখন রাস্তায় অনেক বড় সংখ্যায় শিশুরা দাঁড়িয়ে থাকে। চার দিক থেকে সালাম ও নারায়ে তাকবীর ধ্বনি উচ্চারিত হতে থাকে। এর ফলে শান্তি ও নিরাপত্তার পরিবেশ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এটি বেহেশ্‌তের পরিবেশের প্রতি ইঙ্গিত করছে। একে কেবল বাহ্যিক সালাম বা শান্তি পর্যন্তই সীমাবদ্ধ রাখবেন না বরং প্রকৃত শান্তিতে রূপান্তরিত করুন। যেন এ পৃথিবীও জান্নাতে পরিণত হয় আর পরকালের জন্যও জান্নাতের উপকরণ সৃষ্টি হয়। শিশুরা যখন নারায়ে তকবীর ধ্বনি উচ্চারিত করে তখন তাদের মাঝে নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ করে শিশুদের মাঝে এই আবেগ অনেক বেশী দৃষ্টিগোচর হয়। কাজেই এই উৎসাহ উদ্দীপনাকে ধরে রাখার জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। নিজেদের ও শিশুদের মাঝে এই আবেগময় অবস্থা ধরে রাখার জন্য অনেক চেষ্টা-প্রচেষ্টা করা উচিত। এর প্রকৃত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কি তা শিশু-কিশোরদের অবহিত করুন। সালাম বা আল্লাহু-আকবর ধ্বনির সঠিক তাৎপর্য তখনই সাব্যস্ত হবে যখন জ্যেষ্ঠদের সকল কর্মকান্ড কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হবে। কেবল তখনই আমরা আল্লাহ্ ও নিজ ভাই-বোনদের প্রাপ্য অধিকার প্রদানে মনোযোগী সাব্যস্ত হব।

প্রত্যেকের এই দায়িত্ব অনুধাবন করা প্রয়োজন। আমি কর্মকর্তাগণকে তাদের প্রশাসনিক বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আমি পূর্বেও বলেছি, এটি কেবল আমেরিকার জন্যই নয় বরং আপনাদের জন্যও। কানাডার উচিত নিজেদের দুর্বলতা ও ঘাটতি সমূহের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে একটি তালিকা প্রস্তুত করে তা লাল খাতায় লিপিবদ্ধ করা এবং পরের বছর প্রোগ্রাম প্রণয়নের সময় সেসব বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দেয়া। এবারও আমার নিকট অনেক চিঠি-পত্র এবং বিভিন্ন প্রকার অভিযোগ আসছে, অমুক স্থানে এসব ঘাটতি ছিল। মহিলাদের খাবারেও ঘাটতি পড়েছে। আবার পদ্ধতি গত ভুলও ছিল। আচার-আচরণের দিক থেকেও অনেক দুর্বলতা ছিল। কিন্তু একটি বড় বিষয় যা জলসার পুরো অনুষ্ঠানে ব্যাঘাত ঘটিয়েছে তা হচ্ছে, জলসার তিন দিনই কোথাও না কোথাও শব্দ মানে সমস্যা ছিল। আমি বুঝি না আপনারা এত বছর ধরে এখানে জলসা আয়োজন করছেন তারপরও কেন সাউন্ড সিস্টেমের সমস্যা হবে? খুব সহজেই বলে দেয়া যায় — ভুল হয়ে গেছে, অমুকটা ছিল না তমুকটা ছিল না, কিন্তু এটি যথেষ্ট নয়। বরং এর কারণ খুঁজে বের করুন। যেন ভবিষ্যতে এরূপ না হয়। আমার মনে হয় কর্মকর্তাদের মাঝে পারস্পারিক সাহায্য-সহযোগিতার অভাব ছিল। এজন্য এসব সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। যদি এটিই কারণ হয়ে থাকে তাহলে কখনো আমাদের কাজে কল্যাণ সৃষ্টি হবে না। জামাতের সদস্যদের ভেতর নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার ব্যাপারে আমার কোন সন্দেহ নেই। কর্মকর্তাদেরকেও নিজেদের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে, সে কোন উদ্দেশ্যে কাজ করছে?

অতএব আমীর সাহেবও এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দিন। খতিয়ে দেখা উচিত আর অকারণে সবার উপর আস্থা রাখাও ঠিক নয়। আমি সেদিন মহিলাদের জলসায় বলেছিলাম, এখানে জলসা না করাটাই মনে হয় ভাল হবে। এর পরবর্তী বাক্য আমি তখন উল্লেখ করিনি। আমার মাথায় ছিল, এখানকার ব্যবস্থাপনা যদি সামলাতে না পারে তাহলে যে বছর জলসায় অংশগ্রহণের জন্য আমি আসব সে বছর উত্তর আমেরিকা, কানাডা এবং আমেরিকার যে জলসা হয় তা যেন আমেরিকাতেই আয়োজন করা হয়। তাহলে আপনাদের খরচও বেঁচে যাবে আর সমস্যাও কম হবে। এছাড়া দু'দেশেরই নিজেদের সংশোধনের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ হবে।

সার্বিকভাবে আমি যখন কানাডা জামাতের সদস্যদের নিষ্ঠার প্রতি লক্ষ্য করি তখন আমার মনে হয়, কর্মকর্তাদেরও একটি সুযোগ দেয়া উচিত যেন তারা নিজেদের সংশোধন করতে পারে। সেসব কর্মকতা যাদের মাথায় কেবল জাগতিক চিন্তা-ধারা রয়েছে তারা যেন বিশেষভাবে নিজেদের সংশোধন করে। তিনি যদি সেবার সুযোগ লাভ করতে চায় তাহলে কারো বলার প্রয়োজন নেই বরং স্বয়ং আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত। উভয় স্থানের পুরুষ-মহিলার মধ্যেই এ অবস্থা বিদ্যমান। সর্বদা স্মরণ রাখবেন! সদিচ্ছার মাধ্যমে কাজে বরকত হয়। স্বার্থপরতা এবং আত্মকেন্দ্রিকতা আগামী প্রজন্মকেও নষ্ট করবে আর নিজেকেও অকৃতজ্ঞ বান্দাতে পরিণত করবে। আর এর ফলে আল্লাহ্ তা'লার পুরস্কার এবং অনুগ্রহরাজির উত্তরাধিকারী হবার পরিবর্তে— আল্লাহ্ না করুন আপনি যেন কখনো তাঁর শাস্তির শিকারে পরিণত না হয়ে যান। কিন্তু নব প্রজন্মকে আমি বলব, তারা যেন প্রবীণদের মন্দ বিষয়গুলোর পরিবর্তে তাদের ভালো দিকগুলোর প্রতি দৃষ্টি দেয়। এটি যেন মনে না করে, তারা যা করছে তার সব কিছুই ভালো করছে।

অতএব যুবকদেরকে সর্বদা ভালো দিকগুলো দেখতে হবে আর এর প্রতিই দৃষ্টি রাখতে হবে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জনসংযোগ ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে কানাডাতে যথেষ্ট উন্নতি পরিলক্ষিত হয়েছে। এই যোগাযোগ এখন বহাল রাখতে হবে। পূর্বের সম্পর্ক এখন আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। এবার সুশীল সমাজের লোকদের সাথেও আমার স্বাক্ষাত করানো হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা করুন, এরও যেন কার্যকরী ফলাফল প্রকাশিত হয়। যেভাবে আমি বলেছি, আমেরিকাতেও যুবকদের পরিশ্রমের ফলে এই গণসংযোগ হয়েছে আর এখানেও। আমেরিকাতে বিশেষ ভাবে যুবকরা অনেক কাজ করেছে।

প্রত্যেক আহমদীকে এসব সম্পর্ক ধরে রাখার আর নিজেদের উন্নত গুণাবলী ব্যবহার করার চেষ্টা করা উচিত যাতে আহমদীয়াত এবং প্রকৃত ইসলামের বাণী পৌঁছানোর পথ উম্মুক্ত হয়। আর এটিই আমাদের মূল উদ্দেশ্য যা অর্জন করার জন্য প্রত্যেক আহমদীকে চেষ্টা-প্রচেষ্টা করতে হবে। তবেই এসব আবেগ-উচ্ছাস ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ আল্লাহ্ তা'লার দরবারে গ্রহযোগ্যতার মর্যাদা লাভ করবে।

আন্তরিকতা ও ভালবাসার সাময়িক বহিঃপ্রকাশ স্বরূপ লোকেরা যা করেছে, যেমন বাড়ী-ঘর এবং রাস্তা-ঘাটে আলোকসজ্জা, ডিউটি দেয়ার জন্য এগিয়ে আসা, এসব তখনই স্থায়ী রূপ লাভ করবে যখন যুগ খলীফার সকল কথার উপর লাব্বায়েক বলে সেটি পালন করা হবে। এ প্রশ্ন করবেন না, পাশ্চাত্যের এই দেশে এটি পালন করা কঠিন বা সেটি পালন করা কঠিন। যদি দৃঢ় সংকল্প থাকে তাহলে কোন কাঠিন্যই বাধ সাধতে পারে না আর উন্নয়নশীল জাতির জন্য কোন কিছুই সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে না। বিপ্লব আনয়নকারী জাতি কাঠিন্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না বরং নিজেদের বিভিন্ন পরিকল্পনা ও প্রোগ্রামের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে। শুধু চিন্তা-চেতনায় পরিবর্তন আনতে হবে। এটিই মূল বিষয় যা আমাদেরকে বিশ্বে বিপ্লব সাধনে সক্ষম করবে। আল্লাহ্ আপনাদেরকে এ চিন্তা-ভাবনায় সমৃদ্ধ হয়ে জীবন অতিবাহিত করার সৌভাগ্য দিন। জামাতের সদস্যদের প্রতি আমার যে দায়িত্ব রয়েছে তা যেন আমি পালন করতে পারি, আল্লাহ্ আমাকে সে-ই তৌফিক দান করুন।

(জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ ও বাংলা ডেস্কের যৌথ প্রচেষ্টায় অনুদিত)